প্রতিদিনের বাংলাদেশ

ঢাবিতে ডাকসু ও ডিএসসিসির যৌথ ক্লিনিং অভিযান

● নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, এই তিন ক্যাম্পাস বিনির্মাণে সমন্বিতভাবে কাজ করবে প্রশাসন ও ডিএসসিসি। বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন কর্মসূচির অংশ হিসেবে গতকাল শনিবার ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি) বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে।

এছাড়া ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-সংলগ্ন ফুটপাতে অবৈধ স্থাপনা ও দোকানপাট উচ্ছেদে আনন্দবাজার মোড় হতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার পর্যন্ত উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ অভিযানে ডিএসসিসি প্রশাসক মো. শাহজাহান মিয়ার উপস্থিতিতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

গতকাল শনিবার সকালে শুরু হওয়া এ পরিচ্ছন্নতা অভিযানে ডিএসসিসির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও স্বাস্থ্য বিভাগের ১ হাজার ৩০০ জন কর্মী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) সদস্যরা ও ক্যাম্পাসসমূহের পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। পরিচ্ছন্নতা অভিযানের অংশ হিসেবে ড্রেন, নর্দমা, ফুটপাত ও ক্যাম্পাসের জমে থাকা ময়লা পরিষ্কার ও মশার ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে একটি র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

পরিচ্ছন্নতা প্রোগ্রাম চলাকালীন সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী বলেন, 'উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মতো আমাদের ক্যাম্পাসসমূহ পরিচ্ছন্ন রাখতে বহিরাগত ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে আজ থেকে আমরা একসঙ্গে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাব।' এছাড়া নাগরিকদের অভ্যাসগত পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে

■ এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১



আনন্দবাজার মোড় থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার পর্যন্ত গতকাল উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে ক্যাম্পাস প্রশাসন ও ডিএসসিসি

● প্রতিদিনের সংবাদ

ঢাবিতে ডাকসু ও

■ ১২ পৃষ্ঠার পর

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সাফল্যের জন্য তিনি গণমাধ্যমের সহযোগিতা কামনা করেন।

ডিএসসিসি প্রশাসক মো. শাহজাহান মিয়া বলেন, 'জ্ঞানচর্চার অন্যতম প্রধান তিনটি প্রাণকেন্দ্র- ঢাবি, বুয়েট ও ঢাকা মেডিকেল কলেজে পরিচ্ছন্ন ক্যাম্পাস বিনির্মাণে সমন্বিতভাবে কাজ করবে ক্যাম্পাস প্রশাসন ও ডিএসসিসি।' ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রকৃত ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান থেকে অনেক কম উল্লেখ করে প্রশাসক বলেন, ডিএসসিসি এলাকায় প্রধান হাসপাতালসমূহ অবস্থিত হওয়ায় সারা দেশের ডেঙ্গু রোগীরা ডিএসসিসি এলাকায় চিকিৎসা গ্রহণ করতে আসেন। এছাড়া হাসপাতাল এলাকায় সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও যানজট নিরসনে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে আর কোনো মুনাফালোভীদের অবৈধ ব্যবসার সুযোগ দেওয়া হবে না মন্তব্য করে তিনি বলেন, এ বিষয়ে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ডিএসসিসি ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সমন্বিতভাবে কাজ করবে।

পরিচ্ছন্নতা অভিযানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জহিরুল ইসলাম, সচিব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, ডাকসুর ভিপি মো. আবু সাদিক, বুয়েট ও ডিএমসি প্রশাসনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

যুগান্তর



কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শনিবার শিক্ষাবিদ সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী যুগান্তর

ফুলেল শ্রদ্ধায় শেষ বিদায় মনজুরুল ইসলামকে

বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত

যুগান্তর প্রতিবেদন ও ঢাবি প্রতিনিধি

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুলেল শ্রদ্ধায় সিক্ত হয়ে মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন শিক্ষাবিদ ও একুশে পদকপ্রাপ্ত সাহিত্যিক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। সর্বস্তরের মানুষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য শনিবার বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে তার লাশবাহী কফিন রাখা হয়। বৃষ্টি উপেক্ষা করে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে তাকে শেষ বিদায় জানান শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনের মানুষরা। ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ইমিরেটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল, পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমাদ খান, অনন্যা প্রকাশের প্রধান নির্বাহী মাজহারুল ইসলাম, গীতিকবি শাহীদুল্লাহ ফারায়জী,

ফুলেল শ্রদ্ধায় শেষ বিদায় মনজুরুল ইসলা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী, মফিদুল হক, ব্র্যাকের আসিফ সালেহ, কবি ও সাংবাদিক সোহরাব হাসান, ছায়ানটের সাধারণ সম্পাদক লাইসা আহমদ লিসা, জাতীয় কবিতা পরিষদের সভাপতি কবি মোহন রায়হান প্রমুখ। শ্রদ্ধা নিবেদনকালে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'মনজুর আমার ছাত্র ছিলেন ও পরে সহকর্মী হয়েছেন। ছাত্রজীবনেই অধ্যাপনা শুরু করেন। সেই সময় তিনি খুবই বিচক্ষণ ছিলেন।' তিনি বলেন, 'শিক্ষক হিসাবে তার শিক্ষার্থীরা তাকে ভালোবাসে। সাহিত্যের সঙ্গে যে সংযোগ তাও অনবদ্য। এর জন্য তিনি একুশে পদকসহ বেশ কয়েকটি পুরস্কার পেয়েছেন। এগুলো সবই তার প্রাপ্য ছিল। সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, মনজুর ভাইয়ের মতো একজন ব্যক্তি, একজন শিক্ষক, একজন লেখক ও একজন বিশ্লেষক আমাদের মধ্যে থেকে চলে গেছেন। উনার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা পেশাকেন্দ্রিক হলেও বেশিরভাগটাই ব্যক্তিগত। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের মধ্যে একজনকে আজকে হারালো। স্মৃতিচারণ করে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, আমি ফুলার রোডে স্যারের পাশের বাসায় থাকতাম। উনি দেখলেই মন জুড়ানো একটা হাসি দিতেন। আমার কাছে মনে হয়েছে, কারো আত্মা খুব পরিষ্কার না হলে, কারো হৃদয় খুব বিশুদ্ধ না হলে এভাবে হাসা যায় না। সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের একটি নিজস্ব রাজনৈতিক বিশ্বাস ছিল উল্লেখ করে আইন উপদেষ্টা বলেন, স্যারের সঙ্গে আমার রাজনৈতিক বিশ্বাসে পার্থক্য ছিল। মাঝেমধ্যে কোনো বিষয়ে আমরা ছিমত পোষণ করত কথা হতো, উনি নির্লোভ মানুষ ছিলেন।

এদিকে মনজুরুল ইসলামের প্রতি সাংগঠনিক ও প্র শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কপি আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃত্যকলা বিভাগ, সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়, লোক ফাউন্ডেশন, ব্র্যাক পরিবার, এশিয়াটিক সোসাইটি, বিশ্ব বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বাংলাদেশ জাসদ, বাসদ, ছ কবি নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউট, বাংলা একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শ্রেণিপেশা আগে, সকাল সাড়ে ১০টায় তার লাশ অপরাজেয় বাং রাখা হয়। সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ঢাকা বিশ্ববি অনুষদের ডিন অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান খান, ইংরে চেয়ারম্যান অধ্যাপক তাজিন আজিজ চৌধুরী, ইংরেজি অ্যাসোসিয়েশন, সংগীতসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে দুপুর ১টায় তা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে নেওয়া হয়। জোহর জানাজা শেষে তার লাশ মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজ দাফন করা হয়। রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎ শুক্রবার বিকালে মৃত্যুবরণ করেন সৈয়দ মনজুরুল ইস